বি এস এন এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
(রেজি: নং ৪৮৯৬)
পশ্চিমবঙ্গ সার্কেল
২৪৯ডি, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২

সার্কুলার নং :

কমরেডস,

পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে নিয়মিত, অনিয়মিত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের দাবিদাওয়াগুলি আদায়ের লক্ষ্যে এবং সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদানে বি.এস.এন.এল , পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের উন্নতির লক্ষ্যে আমাদের লড়াই জারি আছে। এই সর্বব্যাপী লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচীকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ও আগামী দিনে বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে কর্মসূচীগুলি পালনের আহ্বান এসেছে তাকে সাফল্যমন্ডিত করতে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

আশু কর্মসূচী :

১) **কর্মচারীদের দাবীদাওয়া আদায়ে বিক্ষোভ ও কনভেনশন:** এই সার্কেলে নিয়মিত , অনিয়মিত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেশ কিছু দাবীদাওয়া দীর্ঘদিন ধরেই উপেক্ষিত। এর মধ্যে হাসপাতাল ক্যাশ লেস চিকিৎসার বিষয়, কমপ্যাশনেট গ্রাউন্ডে চাকুরী, ক্যাজুয়াল-কনট্রাক্ট কর্মচারীদের মাসান্তে নির্দিষ্ট দিনে বেতন, গ্র্যাচুইটি ও ইপিএফ সমস্যার সমাধান, অবসরপ্রাপ্তদের সময়মতো পেনশন, উইদআউট ভাউচার মেডিকেল পেমেন্টের বিষয়গুলি আছে। এগুলি অবিলম্বে সমাধানের লক্ষ্যে গত ১১ জুন,২০১৮ মধ্যাহ্নকালীন বিক্ষোভ পালন করা হয়েছে, ১৮ জুন ২০১৮ সারা পশ্চিবঙ্গ সার্কেলের প্রতিটি এস এস এতে বিক্ষোভ সমাবেশ পালিত হয়েছে এবং আগামীদিনে এ বিষয়ে সমস্ত অংশের কর্মচারীদের নিয়ে কনভেনশন করার সিদ্ধান্তও গ্রহন করা হয়েছে।

২) **৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ দিল্লীতে শ্রমিক কৃষক সমাবেশে যোগদান :** এই মুহূর্তে সারা দেশের শ্রমিক কৃষক সহ মেহনতী মানুষ এক চরম দুর্বিসহ পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। একদিকে কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণ পরিশোধে অক্ষমতাসহ নানবিধ কারণে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। অন্যদিকে শ্রমিক কর্মচারীরা বিলগ্নীকরন, বেসরকারীকরনের চাপে দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে। এই আক্রমনের থেকে বি.এস.এন.এল কর্মচারীরাও ছাড় পাচ্ছে না। একদিকে উপেক্ষিত হচ্ছে বেতনচুক্তি সহ অন্যান্য ন্যায্য দাবী, অন্যদিকে পৃথক টাওয়ার কোম্পানি গঠনের মধ্য দিয়ে বি.এস.এন.এলকে আরও দুর্বল করে আমাদের ওপর নেমে আসছে চরম আক্রমন। তাই যখন দেশের সবকটি বামপন্থী শ্রমিক কৃষক সংগঠন ৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে ঐতিহাসিক সমাবেশ করার ডাক দিয়েছে তখন বি.এস.এন.এল.ই.ইউ ও বি.এস.এন.এল.সিসিডব্লুএফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারাও থাকবে এই সমাবেশে।এই সমাবেশকে সফল করার লক্ষ্যে বি.এস.এন.এল.ই.ইউ, পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে যে প্রতিটি শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে নুনতম ২জন এবং বিভাগীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে নুনতম ৫জনকে দিল্লী যেতে হবে। অবিলম্বে যাওয়ার টিকিট কাটতে হবে।

৩) **পরিষেবার অচলাবস্থা কাটাতে বিভাগীয় স্তরে আন্দোলন গড়ে তুলুন :** বর্তমানে এই সার্কেলে এক চরম বেহাল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্রাহক পরিষেবা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলত: কমছে গ্রাহক, কমছে রাজস্ব আদায়। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বিভাগীয় সম্পাদক ও নেতৃত্ব নিজ নিজ এস.এস.এ তে পরিষেবার অচলাবস্থা কাটাতে দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে লড়াই আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করুন।

৪) **নির্দিষ্ট সময়ে শাখা ও বিভাগে সম্মেলন সংগঠিত করুন :** যে সমস্ত শাখা ও বিভাগে নির্দিষ্ট সময়ে সম্মেলন করা যায়নি, তা অবিলম্বে দিনক্ষণ স্থির করে সংগঠিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে সার্কেল সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৫) **১৪ আগস্ট ২০১৮ শ্রমদপ্তর অভিযান :** আগামী ১৪ আগস্ট ২০১৮ অনিয়মিত কর্মীদের দাবীদাওয়ার প্রতি উপেক্ষার বিরুদ্ধে শ্রমদপ্তর অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। এই কর্মসূচীকে সর্বাত্মক সফল করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আগামী সার্কুলারে উল্লেখ করা হবে।

৬) **বি.এস.এন.এল ইয়ং ওয়ার্কারস কনভেনশন :** বর্তমানে বি.এস.এন.এল-এ কর্মরত কমবয়সী যুবক যুবতীদের নিয়ে কনভেনশন করার সিদ্ধান্ত গত এপ্রিল মাসে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বি.এস.এন.এল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের সি.ই.সি মিটিং এ গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার লক্ষ্যে আগামী আগস্ট ২০১৮-র মধ্যে রাজ্যস্তরে কনভেনশন করতে হবে। শাখা /বিভাগীয় সম্পাদকেরা নিজ নিজ দপ্তরে/এক্সচেঞ্জে কমবয়সী যে সমস্ত কর্মী আছেন তাদের তালিকা তৈরী করুন এবং সার্কেল ইউনিয়নকে জানান। কনভেনশনের তারিখ ও স্থান পরবর্তীতে জানানো হবে।

অভিনন্দন সহ,

স্বা:

অনিমেষ মিত্র

প্রাদেশিক সম্পাদক

তারিখ : ১৮.০৬.২০১৮